আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৭

# এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে

## খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

# এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে

## (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৭


সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

**EKHAN AAR KEU THAKBENA ANAHARE :** This book is based on legal awareness for the neoliterates on Food Security Act 2013. This book is prepared by National Literacy Mission Authority and Department of Justice, Govt. of India, New Delhi. This book is translated and published by State Resource Centre Assam, 1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road, Ambari, Guwahati-781001 (Assam)

March 2016 (500)

| | | |
|---|---|---|
| মূল পুথি | : | অব কোই ভূখা ন রহে |
| পুথি প্রস্তুতি কর্মশালায় অংশগ্রহণ কারীসকল | : | শ্রীস্বপন চন্দ্র পাল, শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, শ্রীরণবীর সরকার ও শ্রীমতী মানসী সাহা |
| প্রথম প্রকাশ | : | মার্চ ২০১৬ (৫০০) |
| প্রকাশক | : | রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম, মাণ্ডবী এপার্টমেণ্টছ, জি এন বি রোড, আমবারী, গুয়াহাটী-৭৮১ ০০১ |
| সম্পাদনা | : | অনুরাধা বরুয়া, প্রসন্ন কুমার কলিতা |
| মুদ্রক | : | শরাইঘাট অফছেট প্রেছ বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-২১ |

# কৃতজ্ঞতা

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। দেশের ৪১০ টি জেলা, যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম সেই জেলাগুলোকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সাক্ষর ভারত কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ এলাকার মহিলারা, তপশিলি জাতি / উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সমতুল্যতার কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার সংযোজন করা হয়েছে।

সাক্ষরতার সুবিধা ভোগীদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আন্তঃব্যক্তিক প্রচার অভিযান কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যে বিষয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতা একটি অন্যতম বিষয়।

আইনি বিষয়ের তথ্য সহজভাবে জনগণকে জানানোর জন্য আইনি সাক্ষরতা বিষয়ক উপকরণ শৃঙ্খলা তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ভারত সরকার এবং রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র অসম দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র ত্রিপুরা ও অসমের লেখক-লেখিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ও বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি তৈরী হয়েছে।

আইনি সাক্ষরতার উপাদানগুলি তৈরীতে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং এক্সেস টু জাষ্টিস (নর্থ ইষ্ট এণ্ড জম্মু কাশ্মীর) দলের দ্বারা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির অনুমোদন দিয়েছে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষসকল সহায়ক সংস্থা / বিভাগগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপাদানগুলির আইনি সাক্ষরতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযোগী হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রনালয়
নতুন দিল্লি

# আমাদের বক্তব্য

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম এই পুস্তিকাসমগ্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। গুয়াহাটীতে অনুষ্ঠিত লেখা প্রস্তুতি কর্মশালায় এই পুস্তিকাসমগ্রের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনুদিত পুস্তিকাটি অসম রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকরণ দ্বারা অনুমোদিত। এই সুযোগে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। আশা করি পাঠক পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

**সমীরণ ব্রহ্ম**
সঞ্চালক
রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

**ASSAM STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY**
1ST FLOOR, GAUHATI HIGH COURT, OLD BLOCK
GUWAHATI - 781001, ASSAM
PHONE : 0361 - 2518367, FAX : 0361 - 2601843
**অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী**
**গুৱাহাটী - ৭৮১০০১**

No. ASLSA-38/2014/71 Dated: Guwahati the 03rd May'2016

To
The Director,
State Resource Centre - Assam,
1- CD, Mandovi Apartments,
GNB Road, Ambari, Guwahati-781001
(Assam)

**Sub:** VETTING OF IEC MATERIALS ON LEGAL LITERACY COMPONENTS.

Ref.: Your letter no. SRC/170/97/654-56 dated 21.03.2016.

Dear Sir,

In inviting a reference to the subject as cited above, undersigned has the honor to state that the vetting of the IEC materials on legal literacy components in Bengali Language heve been completed and are being returned herewith after minor modifications in sentence/word structuring and are shown in ink/pencil markings.

With best regards

Yours faithfully

(Mridul Kr. Saikia)
Member Secretary i/c
Assam State Legal Services Authority

Encl:
As stated above.

# এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে

আরে রামু এই চাষীর মাথা ঠিক আছে তো? কাকা রামুকে জিজ্ঞাসা করল। কেন কি হয়েছে কাকা? রামু জিজ্ঞাসা করল। আরে আর কি হবে? সারা গ্রাম বলছে সরকার নাকি গরীব মানুষদের কম দামে চাল দেবে।

এমন কথা বলছে? তাহলে তো বলতে হবে যে তাদের মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে। এই রকম কি হতে পারে? রামু বলল।

যদি সরকার এমন করে থাকে তাহলে এটা খুব খুশির ব্যাপার। তাতে চিন্তার কি আছে? ঝুমরি একথা বল।

চল তাহলে আমরা লোক শিক্ষা কেন্দ্রের প্রেরক সুরেশকে একথা জিজ্ঞেস করে আসি। কাকা বলল।

সবাই মিলে লোকশিক্ষা কেন্দ্রে গেল। নমস্কার সুরেশ ভাই, রামু বলল। আরে নমস্কার নমস্কার, আসুন আসুন, কি ব্যাপার! আজ সবাই একসাথে— সুরেশ বলল।

সুরেশ ভাই সরকার যে কমদামে চাল দেবে শুনেছি তার ব্যাপারে আপনার কাছথেকে জানতে চাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই। সবাই বসুন আমি বলছি। সরকার খাদ্য সুরক্ষা নামে এক নতুন প্রকল্প চালু করেছে। গরীব মানুষরা যাতে ভাল করে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য সরকার পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু দিতে চাইছে। যাতে করে সকলের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সুরেশ বলল।

তারপর রামু জিজ্ঞেস করল এই প্রকল্পে কি পাওয়া যাবে?

এই প্রকল্পের মাধ্যমে চাল, গম এবং দানা শস্য সমস্ত গরীব মানুষদের খুব কম দামে দেওয়া হবে।

এই প্রকল্পে মহিলাদের জন্য কি কোন সুবিধা আছে? ঝুমরি জিজ্ঞেস করল।

সুরেশ আরো বলল, গর্ভবতী তথা শিশুদের স্তন্যদানকারী মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। যে সব পরিবারে মহিলা পরিবারের প্রধান, তাদের এই প্রকল্প খুব উপকারে আসবে। এই প্রকল্প অনুসারে মহিলাদেরকেই পরিবারের প্রধান মানা হবে এবং পরিবারের রেশন কার্ড মহিলাদের নামেই হবে।

কার্ড কোথায় তৈরী হবে? রামু জিজ্ঞেস করল। এটি গ্রাম পঞ্চায়েত বা খাদ্য বিভাগের অফিসে তৈরী করা হবে। সুরেশ বলল।

কিন্তু এই চাল কোথায় পাওয়া যাবে? কাকা জিজ্ঞেস করল।

সুরেশ বলল সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

ঝুমরি জিজ্ঞেস করল, মাষ্টার মশাই এক মাসে কি পরিমাণ চাল পাওয়া যাবে?

প্রত্যেক পরিবারকে মাসে ৩৫ কেজি চাল দেওয়া হবে। সুরেশ উত্তরে বলল।

কাকা খুশি হয়ে বলল - সুরেশ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি এত কিছুর খবর দিয়েছ। এখন আমদের গ্রামে আর কেউ অনাহারে থাকবে না।

ঠিক বলেছ কাকা। ঝুমরি বলল।

**জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—**

১। সাধারণ ভাবে জীবন যাপনের জন্য খুব প্রয়োজনীয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী সাধারণ মানুষকে কম দামে দেওয়ার মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

২। সাধারণ মানুষের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধীয় সুরক্ষা এবং এর ব্যবস্থা করার জন্য এই আইন করা হয়েছে। যা এই রকম —

**ন্যায্যমূল্যের দোকান** : এরকম একটি দোকান যেটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের অধীনে, রেশন কার্ডধারীগণকে সর্বজনীন বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

**খাদ্যসামগ্রী** : চাউল, গম, দানা শস্য বা এর সমতুল্য অন্য কোন সামগ্রী যা একই গুণগতমান সম্পন্ন হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী।

**খাদ্য সুরক্ষা :** খাদ্য সুরক্ষার অর্থ হল সুবিধাভোগীদের নিয়ম অনুসারে সঠিক পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী এবং ভোজন পাওয়ার অধিকারকে বোঝায়।

**খাদ্য সুরক্ষা ভাতা :** খাদ্য সুরক্ষা ভাতার অর্থ হল প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে খাদ্য সামগ্রীর বদলে সমপরিমাণ টাকা প্রদান।

**গ্রামীণ এলাকা :** গ্রামীণ এলাকার আইন অনুসারে, স্থাপিত বা গঠিত কোন নাগরিক সংস্থার অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অন্তর্গত এলাকা ছাড়া, রাজ্যের যে কোন এলাকা এই আইনের আওতায় আসবে।

**নির্ধারিত (TARGATED) সর্বজনীন বিতরণ ব্যবস্থা ঃ**

সরকারী ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে রেশন কার্ড ধারী-গণকে আবশ্যিক বস্তুগুলির বিতরণের ব্যবস্থা করা।

এই আইনের ধারা/নিয়ম : অধীনে চিহ্নিত করা উপকার ভোগীদেরকে রাজ্য সরকার সর্বজনীন বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতি মাসে ৫ কেজি খাদ্যবস্তু মাথাপিছু ভর্তুকী মূল্যে পাওয়ার অধিকার আছে।

এই আইন অনুসারে গর্ভবতী মা আর স্তন্যদানকারী মাও

শিশু এবং অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়ার অধিকার আছে।

সর্বজনীন গণ বণ্টন ব্যবস্থার প্রণালীতে সংশোধন করা।

এই আইন অনুসারে রেশন কার্ড ইস্যু করার জন্য ১৮ বছর বা তার বেশী বয়সের মহিলাদের পরিবারের প্রধান হিসাবে বানানোর বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

**আইনগত ব্যবস্থা**

- গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা।
- এই আইনের অন্তর্গত সুবিধাভোগী ব্যক্তিদেরকে খাদ্যসামগ্রী বা ভোজনের অধিকার না পাওয়ার ক্ষেত্রে খাদ্য সুরক্ষায় ভাতা পাওয়ার অধিকার থাকবে।

**অধিকার**

- সর্বজনীন গণ বণ্টন ব্যবস্থার অন্তর্গত অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার মাধ্যমে প্রতিমাসে পরিবার পিছু ৩৫ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য ভর্তুকী মূল্যে পাওয়ার অধিকার থাকবে।

- প্রত্যেক গর্ভবতী মা এবং স্তন্যদানকারী মায়েরা নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়ার অধিকারিণী হবে -

গর্ভাবস্থা থেকে শিশু জন্মের ৬ মাস অবধি স্থানীয় অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনা খরচে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা। ৬ মাসের কম বয়সী বাচ্চাদের শুধু মাতৃদুগ্ধ পানের উৎসাহ প্রদান করা।

গর্ভবতী মহিলাদের প্রসূতিকালীন ভাতা হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ৬ হাজার টাকা পাবে।

- অষ্টম শ্রেণী অবধি অথবা ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সী প্রত্যেক বালক / বালিকাদের প্রয়োজনগুলিকে পূর্ণ করার জন্য নিম্নলিখিত অধিকার পাবে —

  — ৬ মাস থেকে ৬ বছরের ছেলে মেয়েদের পুষ্টিজনিত বা ঘাটতি মানকে পূরণ করার জন্য বিনামূল্যে খাবার পাওয়ার অধিকার।

  — ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ পান করানোর উৎসাহ দেওয়া।

— রাজ্য সরকার স্থানীয় অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে অপুষ্টির শিকার এরকম ছেলে মেয়েদের চিহ্নিত করে তাদেরকে বিনামূল্যে খাবার প্রদান করা।

**অনুমোদন**

১৯৫৫ সালে অত্যাবশ্যক পণ্য আইনে উল্লিখিত সর্বজনীন গণ বণ্টন ব্যবস্থার অন্তর্গত ন্যায্যমূল্যের দোকান গুলির রেশন কার্ড ধারীদের অনুমতি দান।

**অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাসমূহ**

- প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার সমস্ত অভিযোগগুলিকে নিষ্পত্তি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তারজন্য কল-সেন্টার, হেল্প লাইন স্থাপন এবং নোডাল আধিকারিক নিয়োগ করা হবে।
- এই আইনের অন্তর্গত খাদ্য সামগ্রী বা খাবার বণ্টন সম্পর্কিত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অভিযোগকে তাড়াতাড়ি এবং কার্যকরভাবে দূর করার জন্য জেলা স্তরে এক জেলা অভিযোগ নিবারণকারী আধিকারিক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

- এই আইনের মাধ্যমে অভিযোগকারী জেলা অথবা রাজ্য খাদ্য বিভাগের কাছে সরাসরি আবেদন করতে পারবে।

**রাজ্য খাদ্য আয়োগের খাদ্য পরীক্ষা সম্পর্কিত ক্ষমতা**

রাজ্য খাদ্য আয়োগকে সকল ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে যা দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর অধীনে যে কোন মামলার পরিচালনা করার জন্য দেওয়ানী আদালতে গৃহীত হয়, তা এই রকম —

- যে কোন ব্যক্তিকে নোটিস করা বা হাজির করানো অথবা শপথ গ্রহণের মাধ্যমে মামলার বিচার করা।
- মামলার সম্পর্কিত যে কোন প্রমাণ পত্র জমা দেওয়া।
- শপথ নিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা।
- কোন আদালত এবং কোন অফিসে মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কাগজপত্রের নকলের দাবি করতে পারে।
- সাক্ষীদের বা দলিল পত্রের পরীক্ষা করার জন্য কমিশন গঠন করা।

- প্রতিটি রাজ্য সরকার কর্তৃক এই আইন বলবৎ এবং এর মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে রাজ্য খাদ্য আয়োগ গঠন করা।

**সাজা**

এই আইনে যদি কোন লোক সেবক, জেলা অভিযোগ নিবারণ অধিকারী জেনে শুনে কোন অভিযোগের অবহেলা করে তখন উপযুক্ত শুনানির পর যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তখন তাকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে।

# প্রকাশিত বইগুলি

১। চোখ খোলে গেল (ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য)

২। নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন (তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

৩। রমার পাঠশালা (শিক্ষার অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯)

৪। গরিমার প্রশ্ন (যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন ২০১৩)

৫। যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ (পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

৬। আশার আলো
(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

৭। এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

৮। অত্যাচারের শেষে (উপজাতি - জাতি অত্যাচার নিবারণ নিয়ম ১৯৮৯)

৯। রমেশ ন্যায় পেয়েছে (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

১০। আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য
(বন অধিকারের মান্যতা আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮)

১১। ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

Saakshar Bharat

**STATE RESOURCE CENTRE ASSAM**
1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road
Ambari, Guwahati-781001
E-mail-srcassam@hotmail.com
Website : www.srcguwahati.in